মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস

অপারেশন রেসকিউ

নাসির আহমেদ কাবুল

জলছবি প্রকাশন

অপারেশন রেসকিউ
নাসির আহমেদ কাবুল

প্রথম প্রকাশ
জুলাই, ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব
হোসনেয়ারা আহমেদ

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন, ঢাকা

পাণ্ডুলিপি পরিমার্জন
ও বানান সংশোধন
সঞ্জয় মুখার্জ্জী

অস্থায়ী কার্যালয়
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪

ISBN : 978-984-92648-4-2

মূল্য : ২০০ টাকা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সোহাগ পারভেজ

অনলাইন পরিবেশক

jalchhabibook.com
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭

www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭

Operation Rescue, writen by **Nasir Ahmed Kabul**
Published in July-2018 by AKM Nasiruddin Ahmed,
Jalchhabi Prokashon, Dhaka 1000
Price: Taka 200.00

উৎসর্গ

আমরা তোমাদের ভুলবো না...

পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া থানার ব্যাংকপাড়ায় আমাদের বাসার ঠিক উল্টো দিকে
থাকতেন স্থানীয় কে এম লতিফ ইন্সটিটিউশনের শিক্ষক সুধীর স্যার।
'আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদল দিনে...' রবীন্দ্র সঙ্গীতটি মাঝে-মধ্যে
তার কণ্ঠে পুকুরের এ-পাড়ে আমাদের বাসায় বসে শুনতে পেতাম।
তার সেই কণ্ঠ, সেই সুর আজও আমার কানে বাজে।...

১৯৭১ সালে সুধীর স্যারকে গুলি করে হত্যা করেছিলো এক রাজাকার।
এই উপন্যাসটি লেখার সময় সুধীর স্যার ছাড়াও অগণিত মুক্তিযোদ্ধাদের কথা
মনে পড়ছিলো আমার—যাঁরা বুকের রক্ত দিয়ে এ দেশকে হানাদারমুক্ত করে গেছেন—যাদের
অসীম ত্যাগের ফলে স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা।

উপন্যাসটি সুধীর স্যারসহ ৩০ লাখ শহিদ মুক্তিযোদ্ধার
স্মৃতির প্রতি নিবেদন করা হলো।

লেখকের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই

জনারণ্যে একাকী (কবিতাগ্রন্থ)
এই বসন্তে তুমি ভালো থেকো (কবিতাগ্রন্থ)
পাঁচ গেরিলার মুক্তিযুদ্ধ (মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস)
অপারেশন রেসকিউ (মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস)
দীপুর হাতের গ্রেনেড (মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস)
অনিন্দ্য এবং একটি কুকুর (শিশুতোষ মুক্তিযুদ্ধের গল্প)
হৃদয়ের একূল ওকূল (উপন্যাস)
পাথর সময় (উপন্যাস)
কৃষ্ণ তিথির চাঁদ (উপন্যাস)
তৃতীয় পক্ষ (মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস)

সম্পাদিত গ্রন্থ

কোমল গান্ধার (কবিতাগ্রন্থ)
মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য গল্প (গল্প গ্রন্থ)
খোলা জানালা (গল্প ও কবিতাগ্রন্থ)
খেঁকশিয়াল ফুলপরী ও বাজপাখির গল্প (শিশুতোষ গল্পগ্রন্থ)
নির্বাচিত ছোটদের গল্প, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (গল্পগ্রন্থ)
দেশ বিদেশের ভূতের গল্প- ভালগার্সিসের রাত

এক

আজকের দিনটা খুব সুন্দর। চারদিকে চকচকে রোদ। ঝিরিঝিরি বাতাস। ধানের নবীন চারাগুলো দুলছে আপন মনে। কিন্তু আমার মন ভালো নেই—একেবারেই না। কী করে মন ভালো থাকে? বাবা আজ সকালে সবগুলো ঘুড়ি ও লাটাই ভেঙে তছনছ করে দিয়ে বলেছেন, আমাকে আর কোনোদিন ঘুড়ি ওড়াতে দেবেন না! অথচ ঘুড়ি না ওড়ালে আমার দিন কাটবে কেমন করে! আমি তো আর ফুটবল, হা-ডুডু খেলতে যাই না। সাঁতার কাটতেও নদীতে ঝাঁপ দেই না। স্কুল আর লেখাপড়া ছাড়া আমার তো আর সময় কাটাবার কোনো পথই রইলো না!

মা বললেন, ঘুড়ি না ওড়াস তাতে কী? বই পড়বি।

বললাম, পড়িই তো! বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, দস্যু বনহুর, বাহরাম বাদশা আরও কতো কী বই পড়ি আমি!

মা বললেন, তার তো এই নমুনা! পর পর দু-বছর একই ক্লাসে রয়ে গেলি! আচ্ছা অনিন্দ্য, লোকের কাছে মুখ দেখাই কী করে বল তো?

অতোশতো ভেবো না তো মা। আগামী বছর ঠিকই পাস করে নেবো।

মা আমার কথায় খুশি হতে পারলেন বলে মনে হলো না।

বাবাকেই-বা দোষ দেই কী করে। এই নিয়ে দু-দুবার ক্লাস এইটে ফেল করলাম আমি। আর তরুণ, মোস্তাক, নূরু, শান্ত ওরা তর-তর করে উপরের ক্লাসে উঠে গেলো। আর আমি? নিজের উপর খুব রাগ হলো আমার। বাবা না, মাও না, নিজের উপর রাগ করেই ঘর থেকে বের হলাম আমি।

সকাল থেকে সন্ধ্যা এখানে-ওখানে ঘুরলাম। মন খারাপ করে নদীর ঘাটে বসে রইলাম। টিপ-টিপ বৃষ্টির কারণেই আজ হয়তো খেয়াঘাটে লোকজন খুব একটা নেই। তবুও পরিতোষ খেয়ানৌকা নিয়ে বসে আছে। পরিতোষ অবিনাশের ছোটো ভাই। বয়সে অবিনাশের চেয়ে তিন বছরের ছোটো। অবিনাশ আমার বন্ধু। প্রাইমারি স্কুলে একই ক্লাসে পড়তাম আমরা।

খুব ভালো ছাত্র ছিলো অবিনাশ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর লেখাপড়া হলো না ওর। যেদিন ক্লাস ফাইভে অবিনাশ দ্বিতীয় স্থান নিয়ে পাস করলো, সেদিনই ব্রেইন স্টোক করে এক হাত প্যারালাইজড হয়ে অচল হয়ে পড়লেন ওর বাবা। বাবার শারীরিক অক্ষমতার কারণে সংসারের দায়িত্ব পড়লো অবিনাশ ও পরিতোষ দুই ভাইয়ের ওপর। সেই থেকে বাবার বদলে খেয়াঘাটে লোকজনকে পারাপারের দায়িত্ব নিয়েছে ওরা দু-ভাই।

বাবা, মা ও ছোটো এক বোনকে নিয়ে অবিনাশ ও পরিতোষদের ছোট্ট সংসার। সংসারের বোঝা মাথায় নেয়ায় অবিনাশ ও পরিতোষের কারোরই আর লেখাপড়া করা হলো না। পরিতোষ বাবার পেশা খেয়ানৌকার মাঝি হয়েছে, আর অবিনাশ বাজারে ছোট্ট একটি দোকান দিয়ে আয়-রোজগারের চেষ্টা করে যাচ্ছে।

পরিতোষকে বললাম, বৃষ্টির মধ্যে বসে আছো কেন? লোকজনও তো নেই।

পরিতোষ একগাল হেসে বললো, বৃষ্টি বলে কি লোকজন খেয়া পার হবে না দাদা?

–কিন্তু লোকজন নেই তো?

–যদি আসে?

বুঝলাম পরিতোষ খুব দায়িত্বশীল।

–দাদা, তুমি তো অনেকদিন আমাদের বাড়িতে আসো না। মা কতো বলেন তোমার কথা। আজ যাবে আমাদের বাড়িতে?

পরিতোষের কথা শুনে মনটা যেনো কেমন করে উঠলো। ওর মা মানু মাসি খুব স্নেহ করেন আমাকে। গেলেই চিড়া-মুড়ি, সন্দেহ আরও কতো কি খেতে দেন! আহা, কতোদিন দেখা হয় না মানু মাসীর সঙ্গে! খুব দেখতে ইচ্ছে হলো তাকে। বললাম, হ্যাঁ যাবো।

–সত্যি বলছো দাদা? যাবে আমাদের বাড়িতে?

–যাবো। নৌকা ভিড়াও পরিতোষ।

ওদের বাড়িতে যাওয়ার কথা শুনে পরিতোষ খুব খুশি হলো।

নৌকায় উঠে পরিতোষের সঙ্গে গল্প করতে-করতে ওপার গিয়ে পৌঁছলাম। নৌকা ঘাটে বেঁধে রেখে পরিতোষ আমাকে সঙ্গে নিয়ে ওদের বাড়ির দিকে ছুটলো। আমাকে পেয়ে ওর যে কি আনন্দ, তা বোঝানো যাবে না। যেতে যেতে বললো, তুমি কেমন মানুষ অনিন্দ্য দা!

–কেনো, কী হয়েছে?

–কেনো আবার। তুমি তো আমাদের কথা মনেই রাখো না!

– কে বললো, তোমাদের কথা মনে রাখি না?

–যদি মনেই রাখতে তাহলে এতোদিনে একবারের জন্যে হলেও আমাদের বাড়িতে আসতে।

বললাম, ঠিক আছে, আর ভুল হবে না।

অবিনাশদের বাড়িতে গিয়ে জানলাম, কয়েকদিন ধরে জ্বর ওর। তাই আজ আর দোকানে যায়নি। আমাকে পেয়ে মানু মাসী ও অবিনাশ খুব খুশি হলো।

এ-কথা ও-কথার পর অবিনাশকে বললাম, আমি আর পড়তে চাই না অবিনাশ।

অবিনাশ অবাক হয়ে বললো, কেনো?

–কেন আবার? বার-বার ফেল করলে কি আর পড়তে ভালো লাগে কারো?

–তা লাগে না। কিন্তু ফেল করবি কেন?

–কেন করি, তাও তো বুঝি না।

অবিনাশ আমার কথা শুনে হাসলো। তারপর হঠাৎ কেমন গম্ভীর হয়ে বললো—দেখ অনিন্দ্য, ভগবান কিন্তু সবাইকে সবরকম সুযোগ দেন না। তোর সামর্থ আছে লেখাপড়া করার। অথচ আমার সে ভাগ্য নেই। বাবা অচল হয়ে গেলেন। সংসারের বোঝা চাপলো ঘাড়ে।

অবিনাশের কথা শুনে খুব খারাপ লাগলো। বললাম, তুই আবার স্কুলে ভর্তি হ। আমরা বন্ধুরা না হয় তোর লেখাপড়ার খরচ জোগাড় করে দেবো।

আমার কথায় অবিনাশ খুশি হলো কিনা বোঝা গেলো না। বললো, এতোটা স্বার্থপর হলে কি চলে? তুই তো জানিস, বাবা অচল, পরিতোষ ও আমার আয়ে সংসার চলে। আমরা লেখাপড়া করতে গেলে তো না খেয়েই মরতে হবে!

অবিনাশের কথায় খুব কষ্ট হলো আমার। ও যখন এসব বলছিলো, তখন নিজের সব কষ্ট ভুলে গিয়েছিলাম আমি। ভেবে দেখলাম ওর কষ্টের কাছে আমার কষ্ট অতি তুচ্ছ। অতি সামান্য।

অবিনাশ আবারও বললো, তোরা লেখাপড়া কর। তোরা যদি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অধ্যাপক হতে পারিস তাহলে তো অহংকার আমারই। তোরা যে আমার বন্ধু! সেদিন তোরা যখন এই গরীব বন্ধুটির কথা মনে করে একবারের জন্যে হলেও নাম ধরে ডাকিস–‘এই অবিনাশ’ সেই তো আমার পরম প্রাপ্তি। এর চেয়ে বেশি কিছু কী আর চাই বল?

ওর কথায় কোন উত্তর দিতে পারলাম না। মাথা নিচু করে বসে রইলাম।

অবিনাশ আবারও বললো, তোর কী হয়েছে অনিন্দ্য? বাড়িতে মাসিমা বুঝি খুব বকেছে আজ?

বললাম, বকবে না! বকারই তো কথা।

–তোর মুখ এতো শুকনো লাগছে কেন? সারাদিন কিছু খাসনি বুঝি?

–না।

– মাকে ডাকছি। তোকে খাবার দেবে।

অবিনাশকে নিষেধ করলাম। ও আমার কথা শুনলো না। মাকে ডেকে আনলো।

অবিনাশের মা মানু মাসী আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, কীরে অনিন্দ্য, একেবারে ভুলে গেলি মানু মাসীকে?

মানু মাসীর কথা শুনে খুব লজ্জা পেলাম। বললাম, না-না মাসীমা, ভুলবো কেন?

–তাহলে আসিস না কেন?

–এরপর আসবো।

–আসবি না। তবুও বলছিস আসবো? এর আগেও তো বলেছিলি মাকে নিয়ে আসবি। কই এসেছিস একদিনও?

–মাকে বলেছিলাম তোমার কথা।

–তাহলে? মা আসতে চাননি? ঠিক আছে আমি যাবো তোর মাকে দেখতে।

কোথা থেকে অবিনাশের ছোটবোন মাধবী দৌড়ে এসে বললো, অনিন্দ্য দা যে!

বললাম, তুমি তো মাধবী?

মাধবী খুব অবাক হলো। বললো, কেন চিনতে পারছো না বুঝি?

–কী করে চিনবো বল! এই তিন বছরে কতোটা বড় হয়ে গেছিস তুই! মানু মাসীকে বললাম, মাসীমা মাধবী তো খুব বড় হয়ে গেছে। এবার ওর একটা বিয়ে দিয়ে দাও।

আমার কথা শুনে মানু মাসী মুখ টিপে হাসলেন।

মাধবী হঠাৎ আমার পিঠে কয়েক ঘা কিল বসিয়ে দিয়ে বললো, ভালো হচ্ছে না কিন্তু অনিন্দ্য দা।

বললাম, কী?

মাধবী বললো, এই যে বললে বিয়ের কথা।

–কেন, বিয়ে করবে না তুমি?

–না।

–সত্যি?

–সত্যি।

মাধবী হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। বললো, কী হয়েছে তোমার অনিন্দ্য দা? তোমার মুখ এতো শুকনো কেন? তুমি কি অসুস্থ?

অবিনাশ বললো, সারাদিনে ও কিছুই খায়নি।

মানু মাসী বললেন, কেন?

অবিনাশ বললো, রাগ করে বাড়ি থেকে সেই সকালবেলা বের হয়েছে, খাবে কী করে?

মানু মাসী বললেন, কার সঙ্গে রাগ, কেন?

অবিনাশ মাকে আড়ালে ডেকে কী যেন বললো। মা ভিতরে চলে গেলেন।

মাধবী বললো, তোমার এতো রাগ কেন অনিন্দ্য দা?

বললাম, রাগ! কই?

কেন মনে নেই, রাগ করে একবার তুমি আমার হাত মুচড়ে দিয়েছিলে। আর একবার আমার প্রিয় পুতুলটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলে?